3-8-35
Rat Kana
(Silent)

বিদ্রোহী

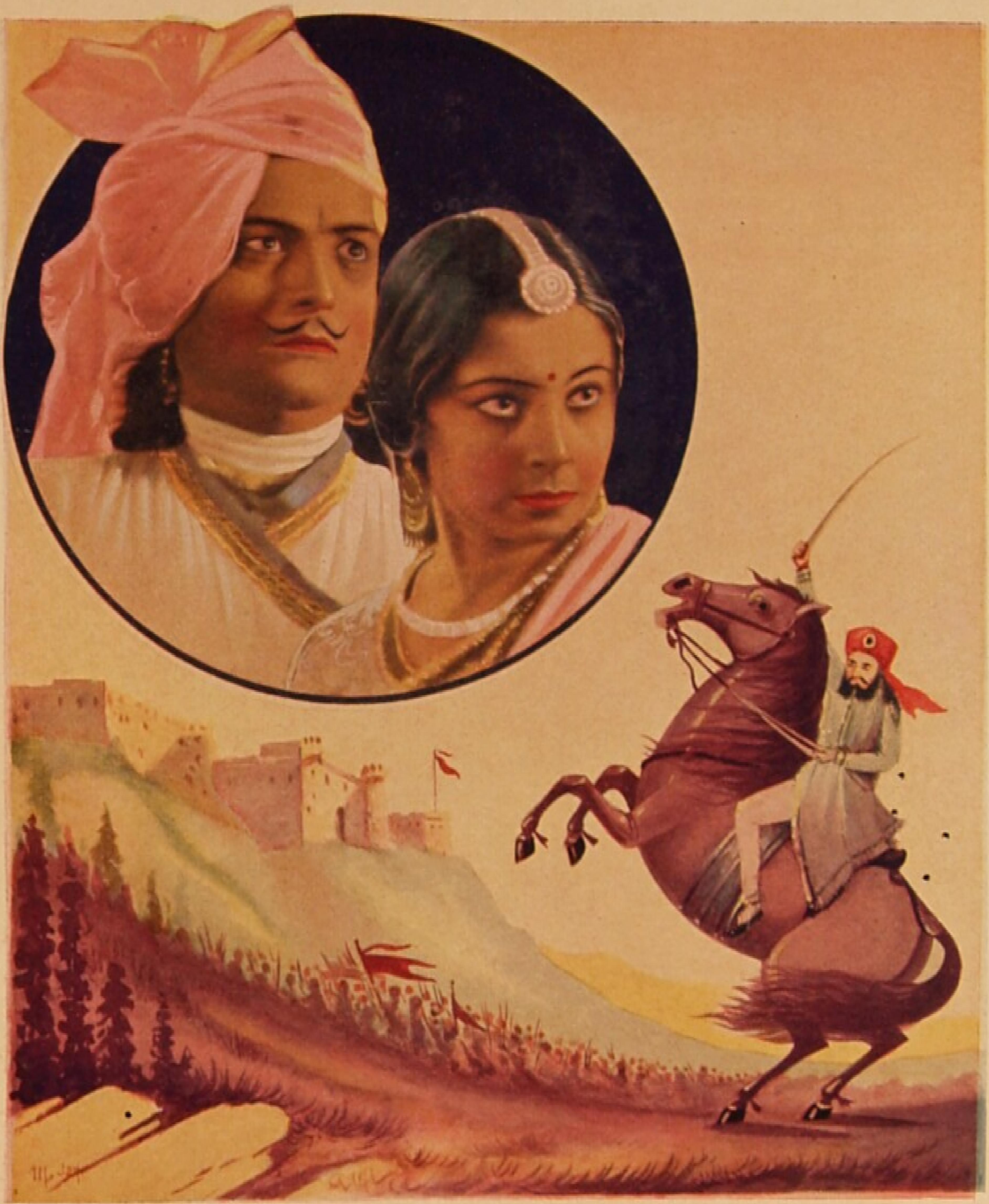

বিদ্রোহী

: চিত্র-পরিবেশক :

এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রীবিউটার্স

ভারত-ভবন, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

মূল্য দুই আনা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর

রোমাঞ্চকর চিত্র

বিদ্রোহ

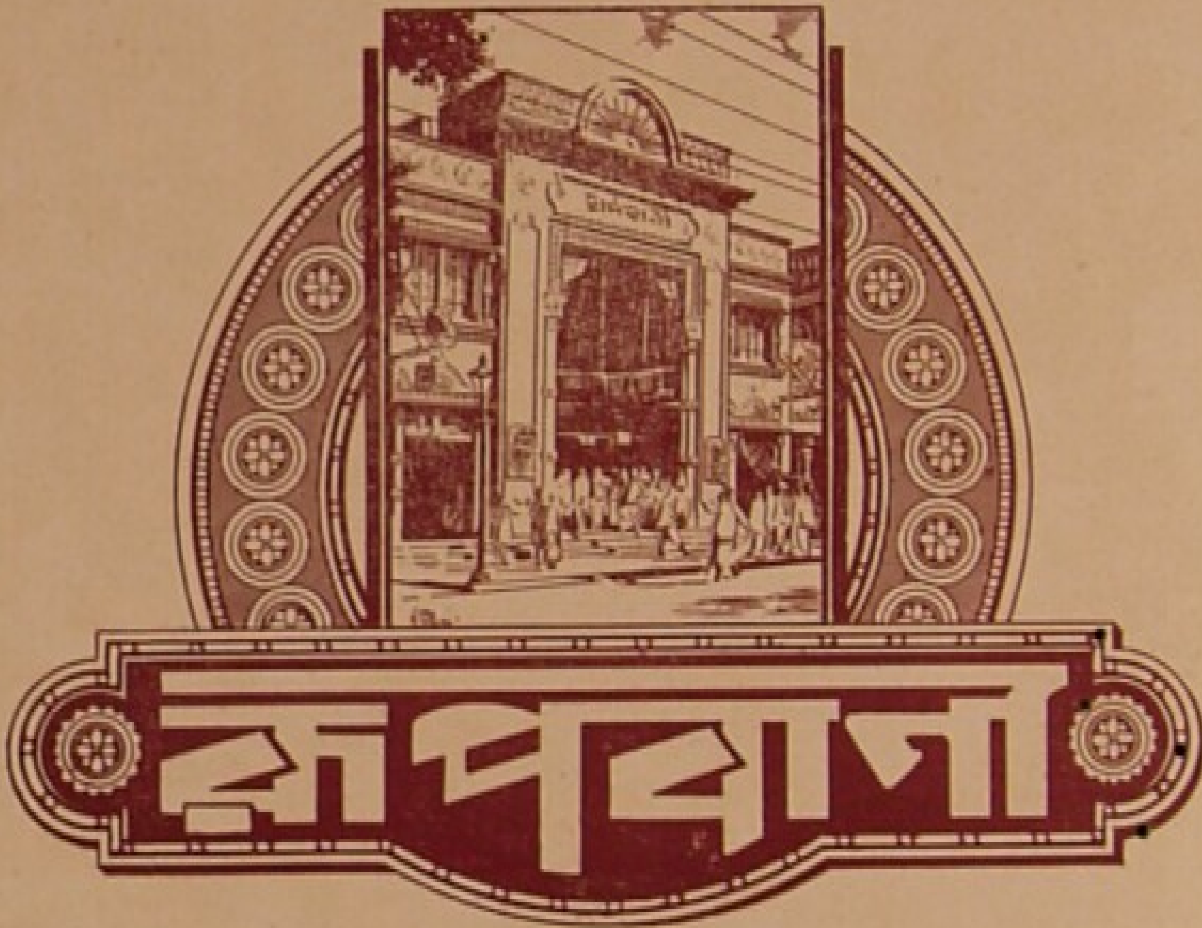

শুভ-উদ্বোধন

শনিবার, ৩রা আগষ্ট, ১৯৩৫ সাল।

* * *

চিত্র-পরিবেশক—

এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রীবিউটার্স

ভারত ভবন, কলিকাতা।

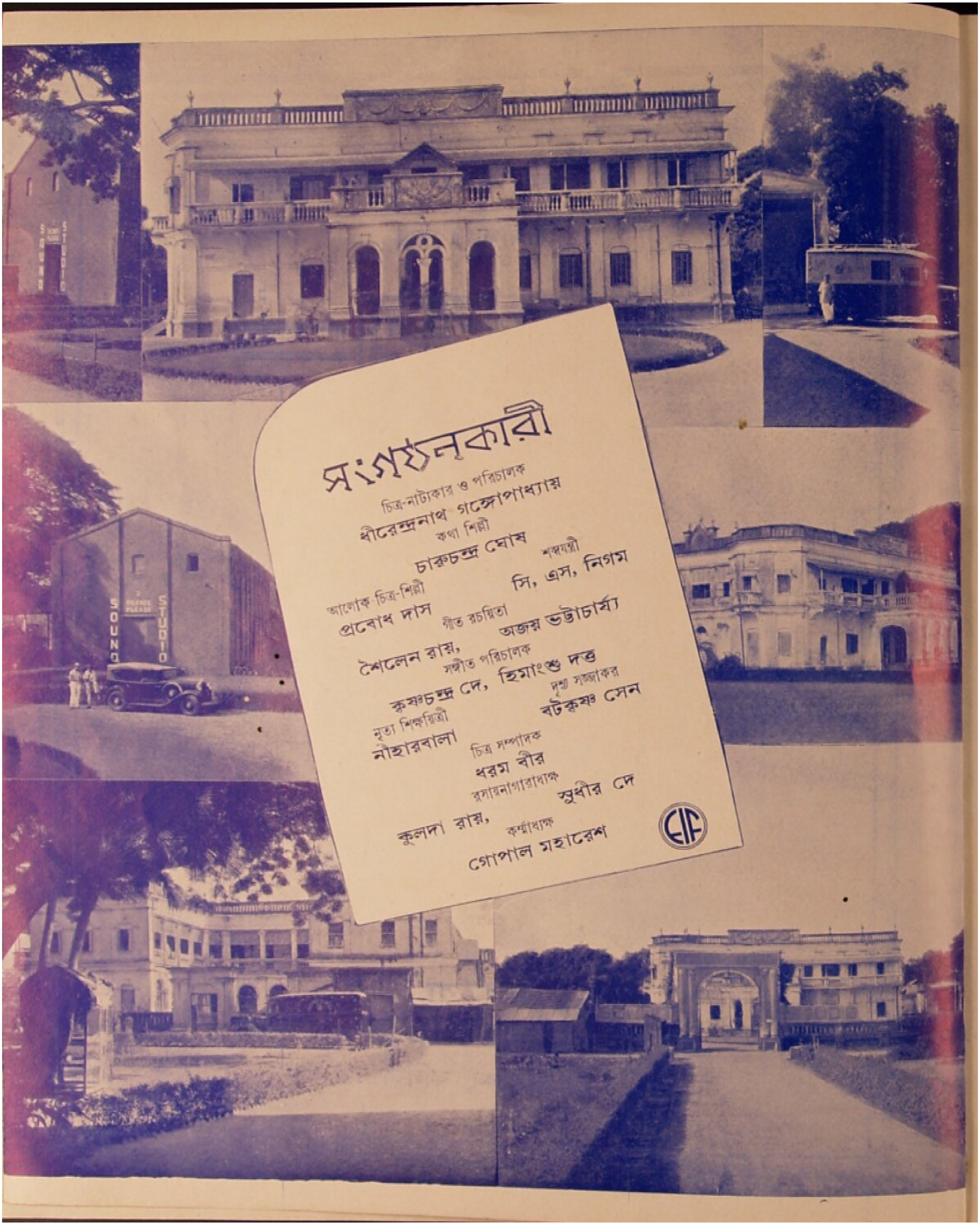
SOUND STUDIO
SILENCE PLEASE
SOUND STUDIO

সংগঠনকারী

চিত্র-নাট্যকার ও পরিচালক
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কথা শিল্পী
চারুচন্দ্র ঘোষ

শব্দযন্ত্রী
সি, এস, নিগম

আলোক চিত্র-শিল্পী
প্রবোধ দাস

গীত রচয়িতা
অজয় ভট্টাচার্য্য
শৈলেন রায়,

সঙ্গীত পরিচালক
কৃষ্ণচন্দ্র দে, হিমাংশু দত্ত

দৃশ্য সজ্জাকর
বটকৃষ্ণ সেন

নৃত্য শিক্ষয়িত্রী
নীহারবালা

চিত্র সম্পাদক
ধরম বীর

রসায়নাগারাধ্যক্ষ
স্থধীর দে
কুলদা রায়,

কর্ম্মাধ্যক্ষ
গোপাল মহারেশ

অহীন্দ্র চৌধুরী

ডলি দত্ত

ভূমিকা লিপি

অম্বর	...	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
রামচন্দ্র	...	...	ভূমেন রায়
রাণা যশোবন্ত রাও		...	ললিত মিত্র
অজয়	...	...	বাণী ভূষণ
সত্যবান	...	...	সরোজ বাগচী
নাগরিক	...	...	চিত্তরঞ্জন গোস্বামী
তুলসীর পিতা	...	...	কৃষ্ণচন্দ্র দাস
পূজারী	...	...	হরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়
তুলসী	...	...	জ্যোৎস্না গুপ্তা
মাধবী	...	...	ডলি দত্ত
রাণী মল্লিকা	...	...	সুনীতি
কল্যাণ	...	...	পূর্ণিমা
নাগরিক স্ত্রী	...	...	ইন্দুবালা
চারণদ্বয়	...	...	শচীন দেব বর্ম্মণ অনুপম ঘটক

* * *

শিল্পী পরিচয়

বিদ্রোহীর ভূমিকা-লিপির একটু বিশেষত্ব আছে; চিত্র ও মঞ্চ জগতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ নরনারীগণের মধ্যে, এই চিত্রনাট্যের যে চরিত্র যাহা দ্বারা পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে, তিনি সেই চরিত্রেরই রূপ দিয়াছেন।

অহীন্দ্র চৌধুরী—মঞ্চ ও পর্দ্দায় সমান সাফল্য লাভ করিয়াছেন। অত্যাচারী, দাম্ভিক অম্বরের ভূমিকায় নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

ভূমেন রায়—বিদ্রোহী বীর রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ; বিদ্রোহ—অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহী বীর আপনাদের প্রশংসা লাভ করিবেন।

ললিত মিত্র—অলস ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ রাণা যশোবন্তরাও রূপে অবতীর্ণ। ভূমিকা ক্ষুদ্র—কিন্তু রাণার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ফুটাইয়াছেন।

জ্যোৎস্না গুপ্তা—চিত্র জগতের অন্যতম সুন্দরী। তুলসীর ভূমিকায় প্রেম ও করুণ-রসের অবতারণা করিয়াছেন।

ডলি দত্ত—পর্দ্দায় সুপরিচিতা। হতাশ প্রেমিকা মাধবীরূপে আপনার সমবেদনার উদ্রেক করিবেন।

ভূমেন রায়

জ্যোৎস্না গুপ্তা

সেনাপতি অম্বরের চক্রান্তে রাণা যশোবন্ত রাও রাজ্যশাসন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। অবিরাম ইন্ধনযোগে রাণার লালসাবহ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়া, অম্বরই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। সুন্দরী ও যুবতী নারীগণের পক্ষে রাজ্যে বাস করা বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইল। নারীর প্রতি এই অবমাননা তেজস্বী যুবক রামচন্দ্রের অসহ্য হইল,—অম্বরের এই কুকার্য্যে তিনি এক প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন।

এদিকে রামচন্দ্রের শৌর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অম্বরের কন্যা মাধবী রামচন্দ্রের অনুরক্তা হইয়া পড়িলেন—সংবাদ অম্বরের নিকট গোপন রহিল না। তিনি কন্যাকে, এই অজ্ঞাতকুলশীল দুর্ব্বিনীত যুবকের অনুরাগিণী হইতে, দৃঢ়স্বরে নিষেধ করিলেন। মাধবীও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিল, এ আদেশ পালন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

ক্রোধান্ধ অম্বর রামচন্দ্রকে উচিতমত শিক্ষা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। অম্বরের অনুচরগণ রামচন্দ্রকে বন্দী করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। রামচন্দ্রের ইহা অজ্ঞাত রহিল না, এবং তিনিও তাঁহার অনুচরবর্গের সাহায্যে অম্বরের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অম্বর সসৈন্যে রাজ্যের সর্ব্বত্র রামচন্দ্রের অনুসন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। রাজ্যময় মহা সন্ত্রাসের সৃষ্টি হইল।

একদা অম্বর রামচন্দ্রের অনুসরণ করিতে করিতে এক জনপদের মধ্যে সহসা তাঁহার সন্ধান হারাইয়া ফেলিল—পুষ্পচয়নরতা সুন্দরী তুলসীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কল্যাণকে সম্মুখে পাইয়া ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল, সে কোন অশ্বারোহীকে সেই পথে যাইতে দেখিয়াছে কি না? বালকের উত্তরে অম্বরের সন্দেহ হইল—বালক সত্য গোপন করিতেছে এবং সেই জনপদের সকলেই বিদ্রোহী! ক্রোধান্ধ অম্বর তৎক্ষণাৎ বালককে হত্যা করিয়া চলিয়া গেল।

পরক্ষণেই রামচন্দ্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং বালকের মৃতদেহ সযত্নে ক্রোড়ে করিয়া তুলসীর সহিত তাহার বৃদ্ধ পিতার সকাশে গমন করিলেন। শোকার্ত্ত ব্রাহ্মণের মর্ম্মভেদী হাহাকার রামচন্দ্রকে ব্যথিত করিল—বালকের রক্তে শিরস্ত্রাণ রঞ্জিত করিয়া রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিলেন—এই নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ না লইয়া সেই শিরস্ত্রাণ পরিত্যাগ করিবেন না। অতঃপর তিনি ধীরে ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এদিকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই জনপদের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়াও রামচন্দ্রকে পাওয়া গেল না। ক্রোধে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া অম্বর সেই জনপদের সমস্ত গৃহে অগ্নিসংযোগ করিতে আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া শত শত জ্বালাময়ী নাগিনী আকাশ পানে ফণা নাচাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। আকাশ পাতাল বিদীর্ণ করিয়া চারিদিকে অসহায় নরনারীর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল।

সংবাদ পাইয়া সেই ধ্বংসলীলার মধ্যে রামচন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ পিতার ক্রোড় হইতে সুন্দরী তুলসীকে সৈন্যগণ ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছিল। নিমিষের মধ্যে রামচন্দ্র

বিদ্রোহী

তাহাদিগকে ধরাশায়ী করিয়া তুলসী ও তাহার পিতাকে উদ্ধার করিয়া নিজগৃহে আশ্রয় প্রদান করিলেন। তুলসী ও রামচন্দ্র পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। প্রেম কর্ত্তব্য ভুলায় না,—কি উপায়ে অম্বরের এই যথেচ্ছাচারিতা নিবারণ করা যায়, তাহাই রামচন্দ্রের একমাত্র চিন্তা হইল।

একদা নিশাযোগে রামচন্দ্র তাঁহার অনুচরবর্গকে লইয়া অম্বরের নবনির্ম্মিত দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং অসমসাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহা দখল করিয়া বসিলেন।

এত বড় জয়ের পর গৃহে ফিরিয়া রামচন্দ্র দেখিলেন—তুলসী নাই! রামচন্দ্রের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, দুর্বৃত্ত অম্বর অসহায়া বালিকাকে অপহরণ করিয়াছে। রোষে, ক্ষোভে অধীর রামচন্দ্র প্রত্যাগত অল্পসংখ্যক অনুচরসহ রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং অবিলম্বে অম্বরের হাতে বন্দী হইলেন। আরাবল্লীর পাষাণময় অঙ্কে অম্বরের নির্ম্মিত এক অভিনব কারাগারের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তুলসী, রামচন্দ্র ও তাঁহার প্রিয়তম অনুচর অজয় নিক্ষিপ্ত হইলেন।

বন্দিনী তুলসীকে স্ববশে আনিবার জন্য অম্বর যথেষ্ট প্রয়াস পাইলেন। তেজঃশীলা তুলসী দৃপ্তকণ্ঠে কহিল, মৃত্যুকে বরণ করিতে সে ভীতা নহে। মৃত্যু অপেক্ষা কঠোর শাস্তি কি হইতে পারে, তাহা তুলসী ও রামচন্দ্রকে দেখাইবার জন্য তপ্ততৈলদগ্ধ অজয়ের বীভৎস মূর্ত্তি অম্বর তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিল।

অতঃপর বধ্যভূমিতে নীতা তুলসীর করুণ ক্রন্দনে বুঝি ঈশ্বরের আসন টলিল!—সহসা বজ্রের ন্যায় রামচন্দ্র ঘাতকের উপর আপতিত!—কি উপায়ে রামচন্দ্র মুক্ত হইলেন এবং অতঃপর যাহা ঘটিল, তাহা বর্ণনাতীত!—ছবির পর্দ্দায় দেখিলে সম্যক উপলব্ধি হইবে।

নির্ব্বাচিত দৃশ্যাবলী

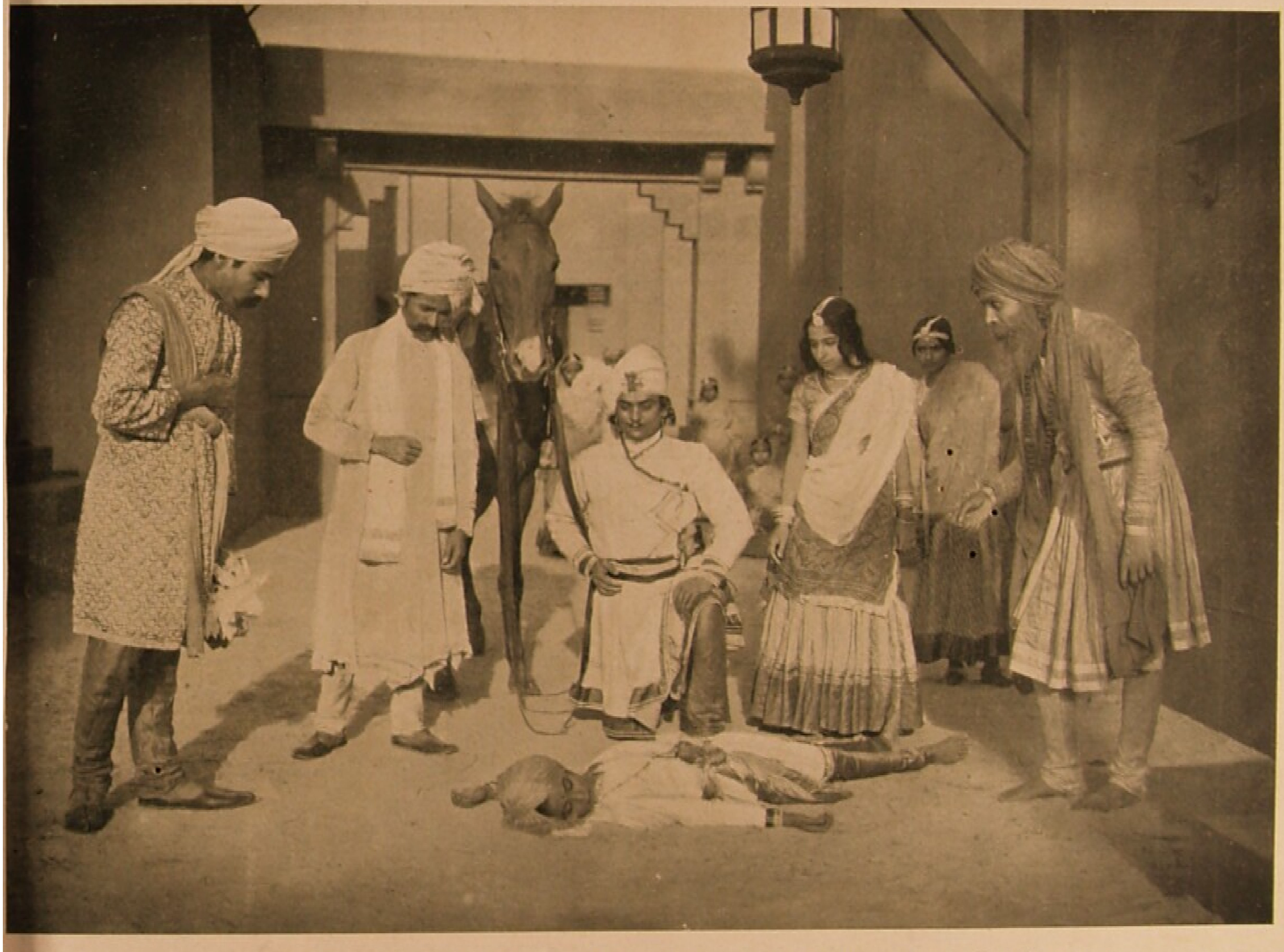

কল্যাণের প্রাণহীন দেহখানি তাহার পিতাকে অর্পণ করিয়া, রামচন্দ্র স্বীয় শিরস্ত্রাণ বালকের রক্তে রঞ্জিত করিয়া..প্রতিজ্ঞা করিলেন …… ..

রামচন্দ্রের অন্বেষণে নিযুক্ত অম্বরের অনুচরগণ সমগ্র গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া সন্ত্রস্তা তুলসীকে পীড়ন করিতে লাগিল, এমন সময়, বিদ্যুৎবেগে রামচন্দ্র উপস্থিত !—

অম্বর ও মাধবী

“পিতা, যথেচ্ছাচারিতা যদি রাজসেবা হয়, তবে তুমি দেবতা,—অক্ষরে অক্ষরে তা তুমি পালন কর্চ্ছ ।”

অহীন্দ্র ও ডলি

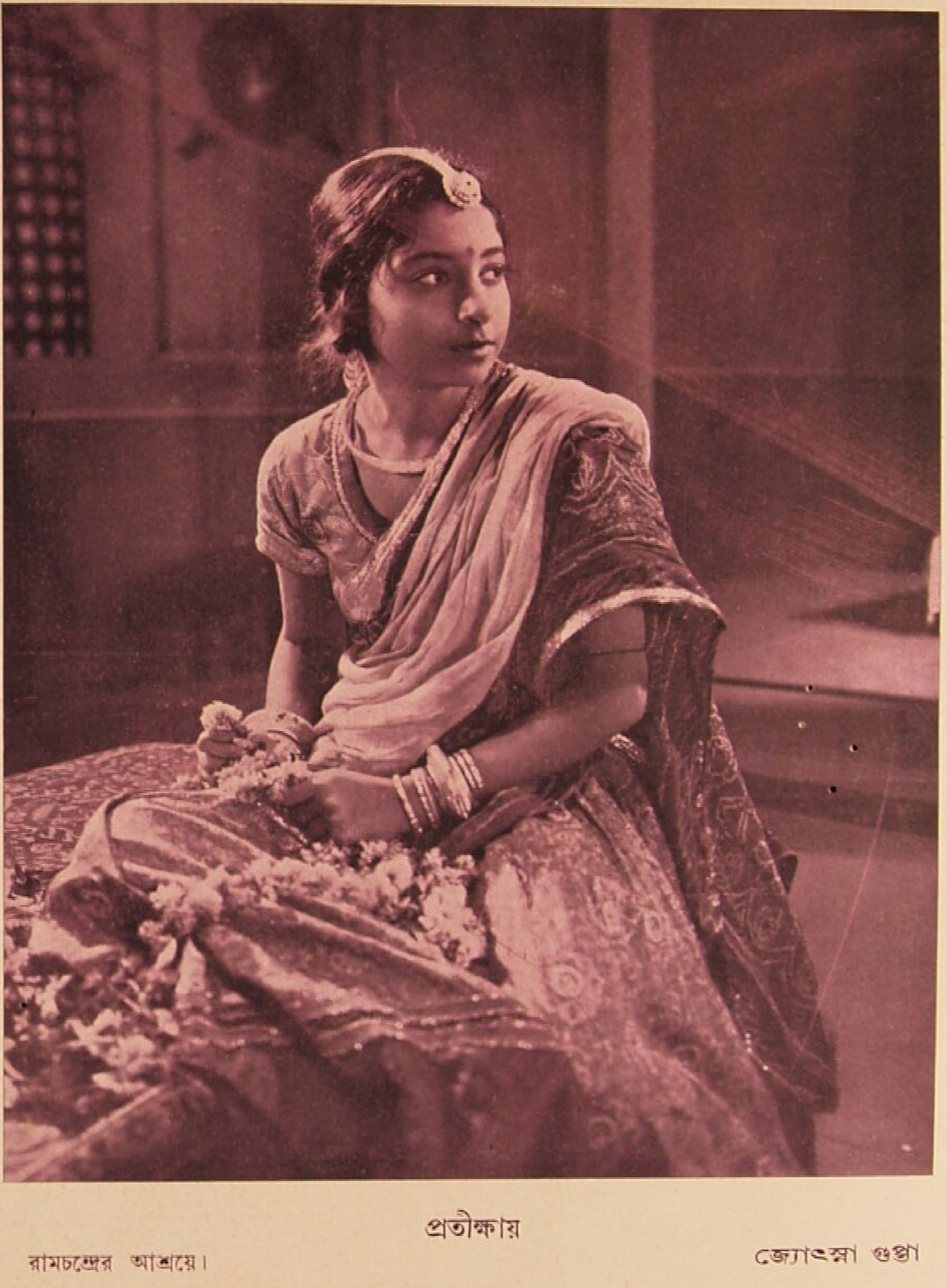

প্রতীক্ষায়

রামচন্দ্রের আশ্রয়ে।

জ্যোৎস্না গুপ্তা

রামচন্দ্র ও তুলসী

"তুলসী, আজ আমি অম্বর দুর্গ জয় ক'রতে যাব" —।

বিদায়

ভূমেন রায় ও জ্যোৎস্না গুপ্তা

সঙ্গীতাংশ

১।

চারণ

জাগো ! জাগো হে স্বপ্ত বীর !
নব অরুণিমা রাঙায়ে দিয়াছে
তিমির সাগর তীর ।
নর নারায়ণ তোমারে ডাকে,
অভয়-শঙ্খ সঘনে হাঁকে,
ছায়া ভয় কর কর দূর—
নিখিল ধরিত্রীর ॥
শত জনমের পুঞ্জিত গ্লানি
হোক অপনীত আজি,
তোমার কণ্ঠে অযুত কণ্ঠ
পলকে উঠুক্ বাজি ;
তন্দ্রা নহে গো জীবন কভু,
নিখিল স্বপ্ন রবে কি তবু ?
অমর শান্তি তুলিবে মথিয়া
বিপদ সিন্ধু নীর ॥

—অনুপম ঘটক ।

২।

কল্যাণ

তোমারই চোখে প্রিয় জীবন প্রভাতে
পারিগো পারি যেন আমারে ফোটাতে,
কুসুমে ফুটি যদি
নীরবে নিরবধি,
সে-ফুল জাগে যেন তোমারই শোভাতে ॥
দখিণ বায়ুসম আমারই বন ছুঁয়ে
লুটায়ে দিও মোর ফুলের রেণু ভুঁয়ে ;
না করি অভিমান
তোমারই করি গান,
আমারে দিব দান তোমারই সভাতে ॥

—পূর্ণিমা ।

৩।

মাধবী

গানেরই এ ডালা যত কুসুমে ভরি,
সে শুধু সুদূর পানে যায়গো সরি ;
আঁখিজলে শতদল
ঝরে যায় অবিরল
সে ফিরে চাহেনা তবু, আমি কেঁদে মরি ;
জলে মরি চুপে চুপে
আমারি প্রেমেরই ধূপে
কত আশা ভেঙ্গে যায়, কত যে গড়ি ॥

—ডলি দত্ত ।

৪।

সখিগণ

চপল ভ্রমর ওগো চঞ্চল
তরুণীর মনচোর,
যৌবন ফুল সৌরভে তোর
ভাঙ্গিল কি ঘুমঘোর ?
প্রেমের যুগল সুখ শতদল
মোর বুকে করে মধু টল্‌মল্,—
ওরে, মধুকর আয় তোরে বাঁধি
বাহু বন্ধনে মোর ॥
মদির কামনা এ অধরে মোর,
আয়রে প্রেমিক, আয়রে চকোর,
বুকের প্রণয় কুঞ্জে পেতেছি
কুসুম শয়ন তোর ॥

৫। জনৈক নাগরিক

ঘুমাও ঘুমাও ঘুমাও আমার
ঘুমাও নয়নমণি।
আমি বিভোর হ'য়ে শুনি তোমার
নাসার সুরের ধ্বনি ॥
তুমি আমার গয়া কাশী,
সুখের হাঁসি, গলার ফাঁসী,—
(আমার) ভবের ঘাটের নৌকা তুমি
আমার শিরোমণি।
শুন্‌ছো ওগো শুন্‌ছো বাছা,
আমিই তোমার প্রেমের খাঁচা,
হৃদপিণ্ডের ব্যথা তুমি
ভালবাসার খনি ॥
—চিত্তরঞ্জন গোস্বামী।

৬। নাগরিক-স্ত্রী

তুমি চলে গেলে কোন প্রাণে আর
খোল অম্বল· রাঁধিব ?
মাথা খাও ওগো, আর ছুটি খাও
বোলে আর কারে সাধিব ?
কে আমার আর সহিবে শাসন,
কোন প্রাণে আর মাজিব বাসন,
কার সনে আর করিয়া কোঁদল
উপবাসী আমি রহিব ?
খ্যাংরা খুন্তি ছুঁড়ি অকারণে
নিশিদিন কারে পাঠাব শমনে,
(আবার) নাকছবি দাও যদি ভাল চাও
বলে বাহুডোরে কারে বাঁধিব ?
—ইন্দুবালা।

৭। রাণী মল্লিকা

প্রেমের দেউলে দেবতা ঘুমায়
শূন্য জীবন মম।
মিছে এ সুরভি প্রণয়েরি ফুলে
সলিলের লেখা সম ॥
যারে করি মোর প্রেম নিবেদন
পাষাণ দেবতা সে যে অচেতন,
দেহের আরতি মিছে আয়োজন
ঘুমায় সে প্রিয়তম ॥
—সুনীতি।

৮। চারণ

মুক্তি-পাগল আয়রে আয়!
আয় বীরদল আয়রে আয়!
মরণ তোদের ডাকছে আজ,
আয় প'রে সব বীরের সাজ।

কাঁপুক্ ধরা চরণ-ঘায়!
অন্ধ আজি নয়ন মেলে!
পঙ্গু চলে অবহেলে!
কই বীরদল কই রে কই,—
শোণিত সাগর দুলছে ঐ!

সৌর জগৎ মূর্চ্ছা যায়,
মুক্তি-পাগল আয়রে আয়!
—শচীন দেববর্ম্মণ।

৯। নাগরিক-স্ত্রী

তেমন ঘুঘু নই তো মোরা
ধর্‌বি পেতে ফাঁদ,
মারবি ধরবি মরবি তোরা
হবি কুপোকাৎ—
তল্পি তল্পা সবই নিছি,
মোদের বালাই তোদের দিছি,
(আমার) খোকার বাবা সঙ্গে আছে
কিস্তি এবার মাৎ।
আমরা এবার পালিয়ে যাব প্রেমের বিজন গোঠে,
(যথা) অঘাসুর আর বকাসুরের উৎপাত নেই মোটে।
প্রেমছেঁচ্‌কির কাটব জাবর
আমি আর এই শিশু নাগর,
(যদিও) বুড়ো শালিক এই নাবালক
(আমার) প্রেম-গগনের চাঁদ ॥
—ইন্দুবালা।

রাতকানা

(গল্পাংশ)

শ্বশুর বাড়ীর সাদর নিমন্ত্রণ আসিল—জামাতা গোবর্দ্ধনকে জামাই-ষষ্ঠী উপলক্ষে যাইতেই হইবে। গোবর্দ্ধনের দুশ্চিন্তার অবধি নাই—সে যে "রাতকাণা"! কিন্তু এ লোভ সংবরণ করাও ত দুঃসাধ্য!—"জামাই-ষষ্ঠীর কিছু পাওনা-থোওনা আছে, সেগুলো ছাড়াও ত ভাল হয় না।"—তার উপর 'বউটি এতদিনে ডাগর ডোগর হইয়াছে!' কাজেই মাতা বিন্দী যখন বলিল—তাহার পুত্র গোবর্দ্ধন এত চালাক—'কৌশলে কি সে সেরে নিতে পারবে না?'—তখন বাবা গোবর্দ্ধন রাগিয়া কাপড়ের পুঁটুলীর মধ্যে তাহার চটি জুতাটা পুরিয়া যাত্রা করিল।—মহা উল্লাসে ভাবিল—'একে বউটা ডাগর ডোগর হয়েছে, তার উপর কিছু পাওনাও ত আছে! ভয় কি?'

এদিকে শ্বশুর বাড়ী পৌছিবার আগেই সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। আর ত গোবর্দ্ধন কিছুই দেখিতে পায় না!—মহা বিপদ!—অতি কষ্টে অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া দল ছাড়া একটী 'সুবুদ্ধি' গরুর পেছন লইল। গরুটির ল্যাজ কসিয়া ধরিয়া—অতি-বুদ্ধি গোবর্দ্ধন ছুটিতে লাগিল।

তাহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া শ্বশুর অম্বিকা ও খাশুড়ী কালবৌ মহা চিন্তিত হইয়া উঠিল—"নতুন জামাই কোন কিছুর জন্য রাগ টাগ করলে না ত?"

কিন্তু গরুর ল্যাজ ধরিয়া জামাতা গোবর্দ্ধন গোয়ালে ঢুকিয়া পড়িল এবং সারা গোয়ালময় পাক খাইয়া ঘুরিতে লাগিল। গোয়ালে শব্দ শুনিতে পাইয়া শ্যালক সীতানাথ গরু গুন্‌তি করিতে আসিল। গোবর্দ্ধন মানুষের পায়ের শব্দ পাইয়া চুপটী করিয়া গরুর মত চার পা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গরুর গায়ে হাত দিয়া অন্ধকারে গুনিতে গুনিতে শ্যালক সীতানাথ গোবর্দ্ধনের মস্তকে আসিয়া হাত দিল। কিন্তু—'এ যে মাথাটা মানুষের মাথার মত গোল পারা লাগছে!' চীৎকার করিয়া ভগ্নী খেঁদীকে ডাকিয়া উঠিল এবং নিজে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল—বুঝি বা গোভূত! খেঁদী লম্প লইয়া প্রবেশ করিল—আলোতে নিজ স্বামীকে দেখিতে পাইয়া ঘোমটা টানিয়া চাপা সুরে বলিয়া উঠিল—'ওমা! এ কে!'

সীতানাথ ভাবিল বুঝিবা কোন গো-চোর—অম্বিকা মোড়লের বাড়ী গরু চুরি করিতে ঢুকিয়াছে!—সে গোবর্দ্ধনকে দাঁড় করাইয়া হাঁটুর গুঁতো ও ঝাঁকানি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"শালা, তুই কে?"

গোবর্দ্ধন কাচু-মাচু হইয়া বলিল—"আমি তোমার বুনুই সীতেনাথ!"

* * * * * *

তারপরও বিপত্তির অন্ত নাই—ছবির পর্দ্দায় তাহা ফুটিয়া উঠিবে।

কথা-শিল্পী
রায় নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়
বাহাদুর

পরিচালক ও আলোক-চিত্র-শিল্পী
শ্রীযতীন দাস

শব্দ-যন্ত্রী
শ্রীজ্যোতিষ সিংহ

প্রযোজক
বি, এল, খেমকা

পরিচয়

গোবর্দ্ধন — রঞ্জিত রায়
খেঁদী — ছনিয়াবালা
কালবৌ — ইন্দুবালার মাতা
সীতানাথ — কেষ্ট মুখার্জ্জি
অম্বিকা — সুহাস সরকার
বিন্দী — নগেন্দ্রবালা

১। রাখালগণের গীত

বেণু বাজেনা, তাই ধেনু চরেনা।
ওরে, আয়রে কানু বাজারে বেণু,
আর তো ধৈরয ধরে না॥
সুয্যি মামা পাটে বসেছে,
ঐ লালি আভা মেরেছে,
বাজা বাজারে বেণু (নইলে) ধেনুর
পেট ভরে না॥

২। খেঁদীর গীত

আজ আমারি ফুলের বনে
আসবে ভ্রমর লো সজনি!
তাই আমি সযতনে আপন মনে বাঁধি বেণী॥
সরোবরে কমল কলি—
তাই আসে ওই মাতাল অলি।

—ছনিয়াবালা

৩। গোবর্দ্ধনের গীত

"শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী,
কেন মা তোমার এমন বেশ?
হর হৃদি পরে দিয়েছ চরণ,
নাহিক তোমার লাজের লেশ।"

—রঞ্জিত রায়

৪। গ্রাম্যরমণীর গীত

ও সখি লো সে এলো যে ঘরে তোর,
তাই বুঝি চাঁদ ঐ উঁকি দেয়,—
গেঁথে নে চাঁপার মালা,
ঘিয়ে আজ পিদীম জ্বালা,
ও সখি লো সে এলো যে ঘরে তোর!
বঁধু তোর যদি এলো,
মোদের ভুলিস নালো।
ও সখি লো সে এলো যে ঘরে তোর!

—পূর্ণিমা

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়
শ্রেষ্ঠ শিল্পী-সমন্বয়ে বহু অর্থব্যয়ে প্রস্তুত

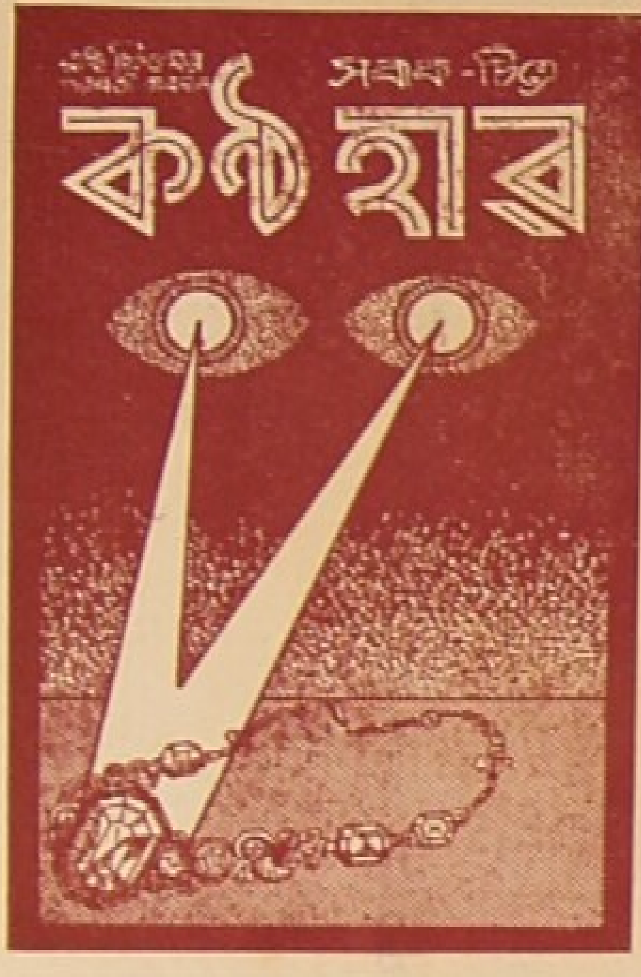
সবাক-চিত্র
কণ্ঠহার

রূপবাণীতে আসিতেছে

রূপবাণীর আগামী আকর্ষণ !

১। ওয়েষ্ট্ পয়েণ্ট্ অব্ দি এয়ার (মেট্রো-গোল্ড্উইন)
২। দি ডেভিল ইজ্ এ উওম্যান্ (প্যারামাউণ্ট্)
৩। পায়ের ধূলো (ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম্স্)
৪। ব্যারেট্স্ অব্ উইম্পোল ষ্ট্রীট (মেট্রো-গোল্ড্উইন)
৫। **কণ্ঠহার** (রাধা ফিল্ম্স্)
৬। বামুনের মেয়ে (নিউ থিয়েটার্স্)

জি

ঘোষের

নারিকেল তৈল

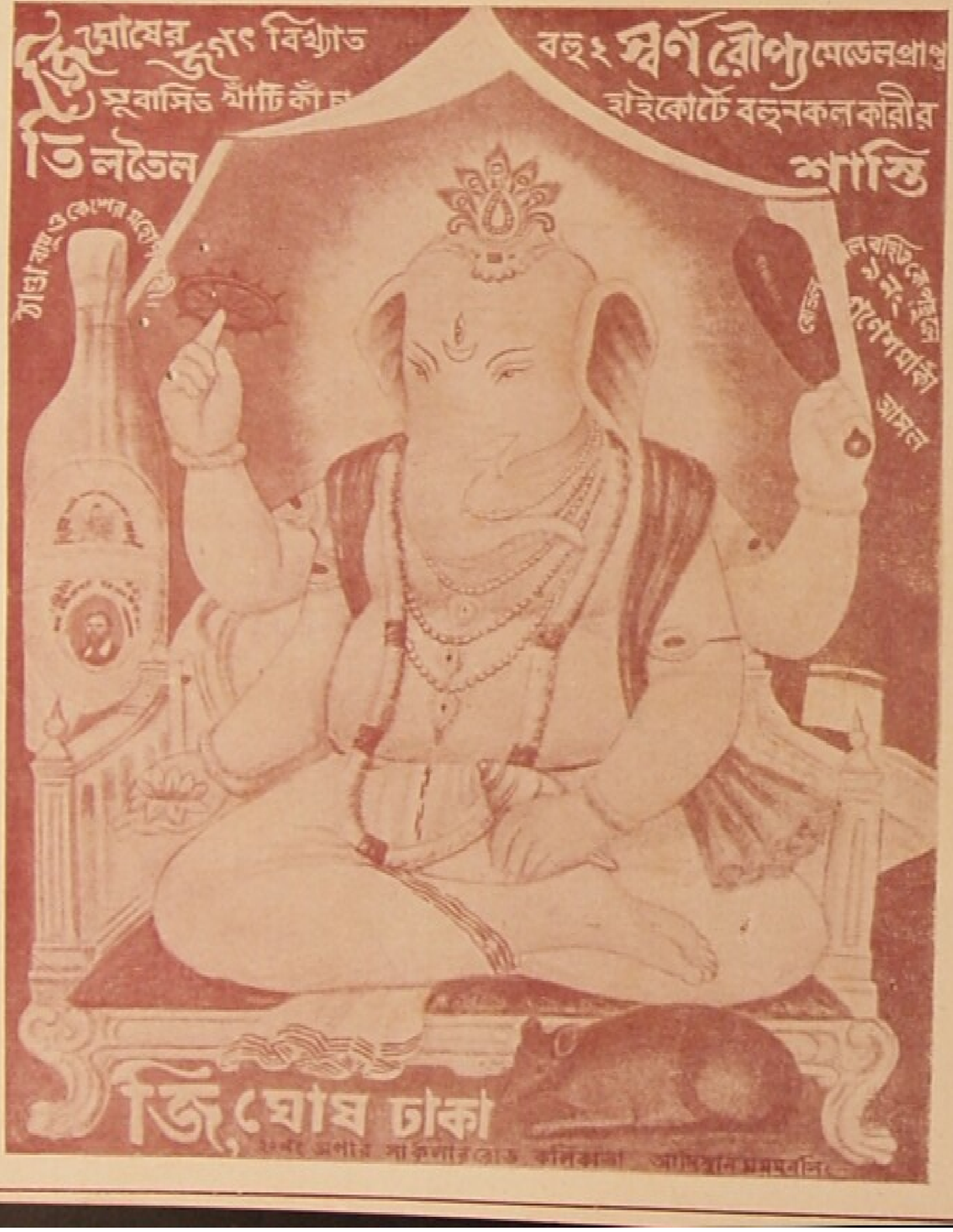
জি, ঘোষের জগৎ বিখ্যাত
সুবাসিত খাঁটি কাঁচা
তিলতৈল
বহু২ স্বর্ণ রৌপ্য মেডেলপ্রাপ্ত
হাইকোর্টে বহুনকলকারীর
শাস্তি
গণেশমার্কা
আসল
জি, ঘোষ ঢাকা

জি, ঘোষের
বজ্র-বাণ
ম্যালেরিয়া
ও
সর্ব্বপ্রকার জ্বরের
অব্যর্থ মহৌষধ
কেমিক্যাল এণ্ড হোম ইণ্ডাষ্ট্রীজ।

টাইকো সোডা ট্যাবলেট

অম্ল, অজীর্ণ, পেট ফাঁপার
ও অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদিতে
প্রদম্য ফলপ্রদ মহৌষধ।

ব্রাঞ্চ অফিস—
রংপুর, শ্রীহট্ট, বেনারস
Benares

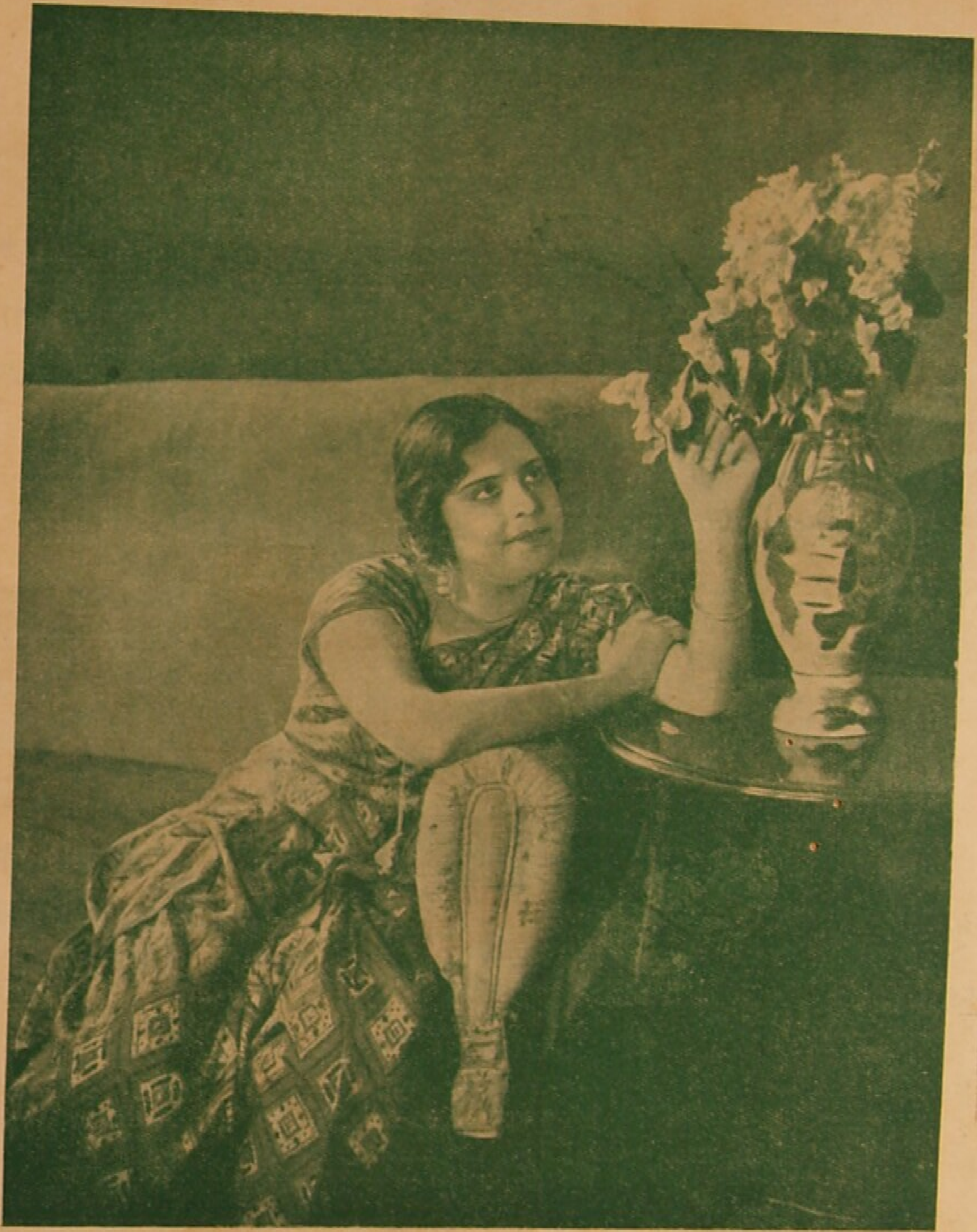

"পায়ের ধূলো"য়—মঞ্জুরীবেশে বীণাপাণি।

শীঘ্রই রূপবাণীতে আসিতেছে।

ভারত অয়েল মিলের

তৈল ব্যবহারে

'বেরি বেরি হয় না'

ফোন বিবি ২১১৪

মিল ও অফিস
২৪৩, অপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সর্ব্বোৎকৃষ্ট অথচ সুলভ মূল্যে, আমাদের প্রাচীন ও
সর্ব্বপ্রধান কারখানায় প্রস্তুত

লোহার সিন্দুক, আলমারী ও ক্যাবিনেট,

ক্রয় করিয়া চোর, ডাকাত ও অগ্নির হাত হইতে নিশ্চিন্ত হউন।

গদাধর সাউ এণ্ড সন্স

৯৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
মূল্য তালিকার জন্য আজই পত্র লিখুন।

মেগাফোন রেকর্ডে

আগষ্ট মাসের বাংলা গানের তালিকা

শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ দাস

J. N. G. 203 { একটী ফোঁটা আঁখির জল—দাদরা
দিওনা কিছু দিওনা—গজল

শ্রীযুত গৌরীপদ ভট্টাচার্য্য

J. N. G. 204 { মাধব মাধবী কুঞ্জে—কীর্ত্তন
আজকে তোমায় সাজাব শ্যাম—কীর্ত্তন

মিস্ দুলালী

J. N. G. 205 { প্রিয়তম তব আঁখি পাতে—orchestra
রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু—orchestra

প্রোঃ আলাউদ্দিন (বগুড়া)

J. N. G. 206 { দো-আওরাৎ-কা ঝগড়া—কমিক
মাতওয়ালাকা ঝগড়া—কমিক

প্রোঃ এনায়েৎ খাঁ (গৌরীপুর)

J. N. G. { সেতার...Solo—বেহাগ আলাপ
সেতার...Solo—বেহাগ ঝালা

মেগাফোনের অমর কীর্ত্তি—

"খনা"

ভক্তি রসাত্মক—

"রাম প্রসাদ"

শ্রীযুত অমর ঘোষ, বি, এ প্রণীত

কৃষ্ণলীলাত্মক—

"কংস বধ"

শ্রবণে শ্রবণ মন তৃপ্তি করুন।

EAST INDIA FILM Co.
EIF
CALCUTTA

Printed and Published by G. B. Dey at the Oriental Printing Works, 18, Brindabur Bysack Street, Calcutta.